বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আয়োজিত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও আঞ্চলিক কমিটির সভার অটিজম বিষয়ক পার্শ্ব ইভেন্ট

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

প্যান প্যাসিফিক সোনার গাঁ হোটেল, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৭ভাদ্র ১৪২১, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের স্বাস্থ্য মন্ত্রীগণ,
সহকর্মীবৃন্দ,
শারীরিক অক্ষমতা জয়ী ভাই ও বোনেরা,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আয়োজিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও আঞ্চলিক কমিটির সভার অটিজম বিষয়ক পার্শ্ব ইভেন্টে উপস্থিত সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী মানুষকে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমতা, মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ছিল।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত আমাদের সংবিধানে যে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন সেখানে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছিল।

কিন্তু, পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার অঙ্গীকার এবং বৈষম্যহীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার সম্ভবনাকে নস্যাৎ করা হয়।

সুধিবৃন্দ,

প্রতিবন্ধী মানুষরে অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত করতে উৎসাহ প্রদান, তাদের সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদে ইতোমধ্যেই অনুসমর্থন করেছে।

মানবাধিকারের এই সনদে বলা হয়েছে: প্রত্যেক মানব জীবনই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই, মোট জনসংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব সংখ্যক নয় এই অজুহাতে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও মূল্যকে অস্বীকার করবার সুযোগ নেই।

অটিজম আক্রান্তরা কোনভাবেই আমাদের বোঝা নয়। বিশ্বমানের অনেক মনীষী আছেন যাঁরা এ সমস্যায় আক্রান্ত। সঠিক পরিচর্যা, সমাজের সহানুভূতি ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বাংলাদেশের অনেকেই নিজেদের সেই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রিয় সুধি,

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা সবার জন্য বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। একসময় মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শারীরিক অক্ষমতা জয়ী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হত না।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে বতর্মানে সরকারি ও বেসরকারি নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এক লাখের অধিক অক্ষমতা জয়ী শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে।

অন্যদিকে সাধারণ শিশুরা অক্ষমতা জয়ী শিশুদের সাথে মিশে প্রকৃতিগত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানবে। মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের শিক্ষা পাবে। ছোটবেলা থেকেই সহনশীলতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের শিক্ষা লাভ করবে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের প্রাথমিক সেবা প্রদান করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে "সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড অটিজম ইন চিলড্রেন"।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত অটিজমসহ নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা আক্রান্তদের অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় সেবা দিতে আমরা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে অধিদপ্তরে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছি।

আমার মেয়ে সায়মা হোসেন পুতুল ন্যাশনাল এ্যাডভাইজরি কমিটি, গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ (জিএপিএইচ) বাংলাদেশ এর চেয়ারপার্সন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী অটিজম সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গত ২০১২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত হয়। একই বছর ডিসেম্বরে সাধারণ পরিষদে এটি গৃহীত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য এক বিরল সম্মান।

তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১১ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল "Autism Spectrum Disorders and Development Disabilities in Bangladesh and South Asia" শীর্ষক আর্ন্তজাতিক সেমিনার।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের সামর্থ্যরে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। সীমিত সম্পদ নিয়েই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাইরে আরও আটটি মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।

২০১০ সালে তৃতীয় বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অটিজম রিসোর্স সেন্টার যাত্রা শুরু করে। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন 'Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবন্ধিতা ও অটিজম সম্পর্কিত আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাতটি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ৩০০০ অভিভাবককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২০১১ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণ অবৈতনিক অটিস্টিক বিশেষায়িত স্কুল চালু করেছে। এছাড়া অসহায় সেরিব্রাল পালসি শিশু লালন, ফস্টার ফ্যামিলি সার্ভিস, টেলিথেরাপি, প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ, নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ডিজ্যাবিলিটি ইনফরমেশন স্টোরেজ সফটওয়্যার তৈরীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতালে অটিজম আক্রান্ত কমপক্ষে ৩০ শতাংশ দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বিশেষ অবস্থার মানুষের যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিশেষে দেশের সকল অটিস্টিক ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

যেসব অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী মানুষ এবং তাঁদের আপনজন দূরদূরান্ত থেকে এসে আজকের এই অনুষ্ঠানটি সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বের সকল অটিস্টিক ব্যক্তির জীবন ভরে উঠুক আনন্দে, তাঁরা বেড়ে উঠুক আত্মবিশ্বাস নিয়ে - এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...